মুজিবনগর হানাদার মুক্ত দিবস পালন

বিজয়ের এই মাসে ঐতিহাসিক ৬ই ডিসেম্বর মুজিবনগর হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে হানাদার পাক বাহিনী মুজিবনগর থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হয় মুক্ত হয় মুজিবনগর। মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করেছে।মুজিবনগর

হালদার মুক্ত দিবস পালন উপলক্ষে সকাল দশটার সময় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং স্মৃতিসৌধের পাদদেশে জাতীয় সংগীতেরে তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে ৬ই ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত দিবসের স্মৃতিচারণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) মিজানুর রহমান, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্র সমন্বয়ক শাওন, মুজিবনগর উপজেলা সাবেক ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তাযোদ্ধা আলী হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আয়ুব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি কমান্ড মোখলেছুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড।

ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস আজ

ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস আজ শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর)। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ শেষে ৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার ও তাদের দোসরদের হটিয়ে ঝিনাইদহকে শত্রুমুক্ত করে মুক্তিকামী বাংলার তরুণ বীর দামাল ছেলেরা। ঝিনাইদহে প্রথম উদিত হয় লাল-সবুজের পতাকা।

ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ঝিনাইদহ জেলার নওজোয়ানরা মুক্তিবাহিনীর নির্দেশ মতো নিজেদের ভেতরে ও তাদের দোসর রাজাকারদের সমূলে বিনাশ করতে জীবন বাজী রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দেশে প্রথম যে সম্মুখ প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা হয়েছিল ১এপ্রিল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালীতে। এই দিনে পাকবাহিনী যশোর ক্যান্টমেন্ট থেকে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝিনাইদহ দখলের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসতে থাকে।



এ আক্রমণের খবর জেলার মুক্তিযোদ্ধারা পেয়ে যান। তারা যুদ্ধের অন্যতম স্থান হিসেবে বেছে নেন বিষয়খালীর বেগবতী নদীর তীরে তাদেরকে প্রবল বাঁধার সৃষ্টি করে। পাকবাহিনীকে রুখতে নদীর তীরের সেতু ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় মুক্তিযোদ্ধারা। এখানে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর প্রায় ৮ ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ হয়। নদীর তীরের সম্মুখ যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে এক পর্যায়ে পাকহানাদার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ফিরে যাই যশোর ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

৪ এপ্রিল শৈলকূপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ যুদ্ধ, ৪ আগস্ট একই উপজেলার আলফাপুর যুদ্ধ, ১৪ অক্টোবর আবাইপুর যুদ্ধ ও ২৬ নভেম্বর কামান্না যুদ্ধ। এছাড়াও ৬ আগস্ট, ১৭ আগস্ট ও ১১নভেম্বর জেলার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৭১ এর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে একদিকে গেরিলা যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করে অপরদিকে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে (মিত্রবাহিনী) সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাকহানাদার বাহিনী পিছু হটতে থাকে।

বিভিন্ন এলাকা থেকে শত্রুমুক্ত হওয়ার সংবাদ আসতে থাকে। মুক্তিসেনাদের সাঁড়াশি আক্রমণে পাকহানাদাররা যশোর ক্যান্টনমেন্টর দিকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ৩ ডিসেম্বর মুক্ত হয় মহেশপুর, ৪ ডিসেম্বর কোটচাঁদপুর এবং ৫ ডিসেম্বর কালীগঞ্জ মুক্ত হয়।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা এলাকা দিয়ে কপোতাক্ষ ও চিত্রানদী অতিক্রম করে ৬ ডিসেম্বর মুক্তিকামীরা ঝিনাইদহে প্রবেশ করে জেলা শহর মুক্ত করে। এসব যুদ্ধে সারা জেলায় ২’শত ৭৬ মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন জেলায় মাত্র দুজন। তারা হলেন বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ও বীর প্রতীক সিরাজুল ইসলাম।

ঝিনাইদহ জেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন বলেন, ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ঘর থেকে দলে দলে সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে এসে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে উল্লাস করতে থাকেন। ফুল দিয়ে তারা মুক্তিসেনাদের বরণ করে নেন। ঝিনাইদহবাসীর কাছে দিনটি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিজয় শুধু আনন্দ নিয়েই আসে না, স্বজন হারানোর বেদনাও নিয়ে আসে। তবে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলার দাবি জানান ১৯৭১ এর এই বীর সেনা।

গাংনী হানাদার মুক্ত দিবস

উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আলোচনা সভা

শহীদদের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার গাংনী মুক্ত দিবস পালন করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার জন্য একটি গৌরবময় দিন। এই দিনে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা হামলা চালিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর সদস্যদের গাংনী উপজেলা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল সাড়ে ১০টায় গাংনী উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

পতাকা উত্তোলন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার শামসুল আলম সোনা প্রমুখ। পরে মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আয়োজিত আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল। এসময় বক্তব্য রাখেন, বীরমুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান, হিসাব উদ্দীন মাস্টার, ইদ্রিস হোসেন, রায়হানুল কবীর, আলী হোসেন, গুরুদাশ হালদার, আব্দুর রউফ, আবুল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান প্রজন্ম কমান্ডের গাংনী শাখার আহবায়ক কামরুজ্জামান প্রমুখ। এর আগে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স চত্তরে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের। কোনোভাবেই ইতিহাস যাতে বিকৃতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা বলেন, ১৯৭১ এর ৫ ডিসেম্বর

মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পগুলোতে একযোগে হামলার পরিকল্পনা করেন। সে অনুযায়ী ৫ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা কড়ুইগাছি, রাইপুর-শিমুলতলা, কুঞ্জনগর, ঝোড়পাড়া, শহড়াবাড়িসহ কয়েকটি গ্রাম থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গাংনী বাজারে রওনা হয়ে গোপালনগরে একত্র হন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পে একযোগে অভিযান চালান। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যরা কুষ্টিয়া রওনা হওয়ার পথে শুকুরকান্দির এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের অপর একটি দল তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া হয়ে পালিয়ে যায়। এভাবেই গাংনী উপজেলা হানাদারমুক্ত হয়।

ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস পালিত

৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস পালিত হয়েছে। বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে।

আজ সকালে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহরের পুরতন ডিসি কোট চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি সৌধে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে শহীদদের স্মরণে স্মৃতি সৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এতে জেলা প্রশাসন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান, সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসনেসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তরা বলেন, ১৯৭১ সালের এই দিনে মুক্তিবাহীনি ও মিত্রবাহিনীর আক্রমনে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় পাকিস্তানি হানাদার ও তার দোসররা। আকাশে উড়ে লাল সবুজের স্বাধীন পতাকা। মুক্তির মিছিল ছড়িয়ে পড়ে জেলা থেকে গ্রাম ও গ্রামান্তরে।

ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস আজ

আজ বুধবার ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে পাক হানাদার বাহিনী ঝিনাইদহ ছেড়ে গেলে মিত্র বাহিনী, মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনী যৌথভাবে ঝিনাইদহ মুক্ত ঘোষণা করে। পাক হানাদারবাহিনী ঝিনাইদহ ছেড়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হলেও তাদের একটি গ্রুপ শৈলকুপা বাজারে অবস্থান করে।

খবর পেয়ে মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনীর সাথে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর সাথে ২৬ ঘন্টা যুদ্ধ চলাকালে ৬০ রাজাকার ও ১৩ পাক আর্মি মারা যায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে তৎকালিন ঝিনাইদহ মহাকুমার এসডিপিও মাহবুবুর রহমান গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। তার নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়।

ঝিনাইদহের মহেশপুর কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জ ও হরিনাকুন্ডু থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাকবাহিনী ও তার দোসরা ৫ ডিসেম্বর রাত থেকে পিছু হটতে শুরু করে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকহানাদার বাহিনী গভীর রাতে মহেশপুর ও খালিশপুরের মহাসড়ক ব্রীজ, বিষয়খালি ব্রীজ উড়িয়ে দিয়ে ঝিনাইদহ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

৬ ডিসেম্বর তৎকালিন মুজিববাহিনীর জোনাল লিডার মরহুম বীরমুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আয়ুব হোসেন, আঞ্চলিক কমান্ডার জেডএম ফিরোজ, আব্দুর রহমান সুমন, থানা কমান্ডার আব্দুল হাই, ফয়জুর রহমান চৌধুরী, মকবুল হোসেনসহ জেলার মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনী সদস্যরা জেলা ও থানায় মুহুমুহু গুলিবর্ষন করে আনন্দ উল্ল¬◌াস করতে করতে থানা ও মহাকুমা সদরে প্রবেশ করে। সেই হিসাবে ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি স্মরনীয় দিন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করেছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন জানান, দিবসটি উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সংর্বধনাসহ দিন ব্যাপি নানান অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যদিয়ে চুয়াডাঙ্গা হানাদার মুক্ত দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হল চুয়াডাঙ্গা হানাদার মুক্ত দিবস। বুধবার সকাল সাড়ে সাতটার সময় চুয়াডাঙ্গা হানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা এক আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারে শহীদদের স্মরণে স্থাপিত শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

সকাল সাড়ে আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যুবনেতা বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গার তরুণদের একত্রিত করে ২২ এপ্রিল ভারতের হৃদয়পুর শিবিরে ১২০ জন যুবক নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ক্যাম্প চালু করা হয়। চুয়াডাঙ্গা ৮ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলতে থাকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে গেরিলা যুদ্ধ। ৫ আগস্ট চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহের কাছে বাগোয়ান গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে পিন্টু, হাসান, খোকন, কাশেম, রবিউল, রওশন, তারিক ও আফাজউদ্দিন নামে আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তাদের জগন্নাথপুর গ্রামের দুটি কবরে দাফন করা হয়, যা এখন আট কবর নামে পরিচিত। এ ছাড়া ৭ আগস্ট জীবননগর থানার ধোপাখালি সীমান্তে নিয়মিত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাঁচজন শহীদ হন। সেপ্টেম্বরে ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার হিসেবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবুল মনজুর দায়িত্ব নেন। তিনি যুদ্ধ বেগবান করা ও বিজয় অর্জনের লক্ষে যুদ্ধ কৌশলে পরিবর্তন আনেন।